কে আরিয়ানকে মাদক সরবরাহ করত জানেন অনন্যা!

ভারতের নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) বলেছে, তাদের জেরার মুখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়ে অনন্যা পাণ্ডে!

এনসিবির দাবি, আরিয়ান খানকে কে নিয়মিত মাদক সরবরাহ করতেন, তার হদিস জানেন চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়ে। খবর বলিউড হাঙ্গামার।

বৃহস্পতিবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অনন্যা পাণ্ডেকে। এ সময় অনন্যা তাদের জানান, তিনি আন্দাজ করতে পারছেন কে শাহরুখপুত্রকে মাদক সরবরাহ করতেন।

তার দাবি— ইতোমধ্যে সেই ব্যক্তি দু-একবার আরিয়ানকে মাদক সরবরাহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শাহরুখ খানের বাড়ির এক পরিচারকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

অভিনেত্রীর বয়ান অনুযায়ী, অভিযুক্ত মালাডের বাসিন্দা। ইতোমধ্যে তার ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে এনসিবি। সোমবার অভিযুক্তকে দপ্তরে ডেকে জেরা করা হতে পারে।

জেরার মুখে অনন্যার এই স্বীকারোক্তি নিয়ে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। অনন্যা পাণ্ডে এও জানিয়েছেন, তিনি আরিয়ানকে সিগারেট এনে দেওয়ার বিষয়ে বার্তায় লিখে জানিয়েছিলেন।

তার যুক্তি— বলিউডে নাকি গাঁজাকে মাদক হিসেবে দেখা হয় না। অনেক পার্টিতেই সিগারেটের তামাকের সঙ্গে গাঁজা মিশিয়ে ধূমপান করা হয়।

তিনিও এক-দুবার এই বিশেষ ধরনের ধূমপান করেছেন। তাই তিনি জানতেনই না, গাঁজা এ দেশে নিষিদ্ধ মাদক হিসেবে বিবেচিত।

অনন্যার কথা অনুযায়ী, তিনি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় নিছক মজা করেই আরিয়ানকে গাঁজা এনে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। কোনোভাবেই কোনো মাদকচক্রের সঙ্গে তিনি জড়িত নন।

দ্বিতীয় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুক্রবার এনসিবির দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল অনন্যাকে। কিন্তু সেখানে সময়মতো এসে পৌঁছাতে

পারেননি চাঙ্কিকন্যা। প্রায় তিন ঘণ্টা পর অর্থাৎ দুপুর ২টার দিকে সেখানে হাজির হন তিনি।

সোনার খনি থেকে উদ্ধার দুই ‘ভীমরুলের চাক’ নিয়ে রহস্য কাটেনি আজও

ইতিহাসে এমন কিছু বিষয় থাকে যেগুলোর কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। আজীবন সেগুলো বিস্ময় হয়েই রয়ে যায়। তেমনই একটি হল ‘হর্নেট বলস’।

সোনার খনি থেকে এক সময় উদ্ধার হয়েছিল বিশালাকার এই বল দু’টি। খনিতে কেন এই বল দু’টি ছিল, এর কাজ কী ছিল— এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর এখনও জানা যায়নি। সারা বিশ্বের কাছে এই বল দু’টি আজও বিস্ময়।

খনি অঞ্চল হিসেবে জনপ্রিয় আমেরিকার ভার্জিনিয়া। এলাকা জুড়েই একাধিক খনি রয়েছে। ১৯ শতক জুড়ে ভার্জিনিয়ায় একের পর এক সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। সে সময় একটি খনি থেকে ওই দু’টি বল উদ্ধার হয়েছিল।

১৯৯৮ সাল থেকে বল দু’টি রাখা রয়েছে ভার্জিনিয়ার মনরো পার্কের গোল্ড মাইনিং ক্যাম্প জাদুঘরে। ভার্জিনিয়ার খনি অঞ্চলের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে ওই জাদুঘরে। সেখানেই পার্কের মধ্যে রাখা রয়েছে বল দু’টি।

দেখতে বড় আকারের কলসির মতো ভেতরটি ফাঁকা। আর মুখটি লোহার জাল দিয়ে আটকানো। বলটি তৈরিও হয়েছে লোহার কাঠামোর ওপর।

লোহার কাঠামোর ওপর সিমেন্টের আস্তরণ দিয়ে বানানো বল দু’টি সাত ফুট উঁচু। এর পরিধি প্রায় ২০ ফুট। এক একটি বলের ওজন ছয় হাজার ৩৫০ কিলোগ্রাম। ফলে শুধু আকারেই নয়, ওজনেও বল দু’টি আক্ষরিক অর্থেই দানবীয়।

খনিতে এই বল দু’টির খোঁজ মেলার পর থেকেই বলের কাজ নিয়ে নানা মত প্রকাশ্যে এসেছে। অনেকের মত, খনির আকরিক গুঁড়ো করে সোনা আলাদা করতে কাজে লাগানো হত এগুলো। একটি দণ্ডের দু’পাশে বল দু’টি আটকানো হলে এটি যন্ত্রের মতো কাজ করত। ঘোড়া বা কোনো শক্তিশালী প্রাণীর সাহায্যে দণ্ড ঘুরিয়ে বল দু’টিকে পেষণ যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা হত বলে মনে করা হয়।

কেউ কেউ মনে করেন, খনি থেকে উদ্ধার হওয়া পাথর-আকরিক বলের ভিতরে রেখে তার পর সেটিকে খুব জোরে ঘোরানো হত। এতে প্রয়োজনীয় বস্তু পাথর থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। তা সহজেই সংগ্রহ করে নেওয়া যায়।

তবে বলগুলো নিয়ে রহস্য এখনও কাটেনি। বলগুলোর নাম রাখা হয়েছিল ‘হর্নেট’। এমন নামকরণ নিয়েও ভিন্ন মত রয়েছে। অনেকেরই মত, দেখতে অনেকটা ভীমরুলের চাকের মতো হওয়াতেই এর নাম রাখা হয়েছে ‘হর্নেট’। ইংরেজিতে ভীমরুলকে ‘হর্নেট’ বলা হয়।

কারও মতে, এর ভেতরে পাথর দিয়ে ঘোরানোর সময় খুব জোর শব্দ তৈরি হয়। ভালোভাবে শুনলে মনে হতে পারে যেন এক ঝাঁক ভীমরুল উড়ে বেড়াচ্ছে। সে কারণেই এমন নামকরণ বলে মনে করেন অনেকে।

এই বলগুলো নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি আজও। মনরো পার্ক জাদুঘরে সেই বিস্ময় জাগিয়েই পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণের কারণ হয়ে রয়ে গিয়েছে ‘হর্নেট বলস’।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

সামরিক খাতে শক্তি অর্জনের পথ অনুসরণ অব্যাহত রাখবে ইরান’

শত্রুদের নানামুখী তৎপরতার মুখে ইরান সামরিক খাতে আরো শক্তি অর্জনের পথ অনুসরণ অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর এক নেতা।

ইরানের বিরুদ্ধে শত্রুরা কোনোরকম দুঃসাহস দেখালে তাদেরকে এজন্য

অনুতপ্ত হতে হবে বলেও হুশিয়ার করেছেন তিনি।

ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি’র অ্যারোস্পেস ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির আলী হাজিজাদে বলেন, শত্রুর যেকোনো ভুল পদক্ষেপের কঠোর জবাব দেওয়া হবে তা যেকোনো দেশ বা গোষ্ঠীই হোক না কেন।

সোমবার তেহরানে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের সামরিক অ্যাটাচেদের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি।

জেনারেল হাজিজাদে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে হতাশ হয়ে কিছু দেশ ইসরাইলের কাছে সমর্থন চাইছে এবং তারা মনে করছে ইসরাইল তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসরাইল নিজেই এখন তার নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

তিনি বলেন, এ অবস্থায় যদি কোনো সরকার বা জাতি মধ্যপ্রাচ্যে চলমান চার দশকের নিরাপত্তাহীনতা ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধের অবসান চায় তাহলে তাদেরকে স্থানীয়, অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

এদিকে ইরান ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করার পরিকল্পনা করছে বলে ইরানের তাসনিম নিউজ জানিয়েছে।

খবরে বলা হয়, ইরান ও রাশিয়ার জ্যেষ্ঠ আইনপ্রণেতারা দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের পথ সুগমে সংসদীয় পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়াতে আলোচনা করেছেন।

রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় দুমার চেয়ারম্যান ভয়াচেস্লাভ ভিক্টরোভিচ ভোলোদিনের সঙ্গে সোমবার ইরানের সংসদের স্পিকার মুহাম্মদ বাকের কালিবাফ টেলিফোনে আলাপ করেন।

আলাপে কালিবাফ দুই দেশের ইকোনমিক কমিশনসহ যৌথ সংসদীয় কমিশনের মধ্যে বৈঠক আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জোর দেন।

তিনি রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার জন্য ইরানের পার্লামেন্টের সমর্থনও প্রকাশ করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ভারতে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ছেলে গ্রেফতার

ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের লাখিমপুর খেরি এলাকায় আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর গাড়ি তুলে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রের ছেলে আশিস মিশ্র মনুকে।

মামলা করার পাঁচ দিন পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিরোধীদের পক্ষ থেকে আশিসকে গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন চলছিল। খবর এনডিটিভির।

শনিবার রাত ১১টার দিকে আশিস মিশ্রকে গ্রেফতার করা হয়। এর পর তাকে জেরা করতে শুরু করে পুলিশ। আশিসের নামে একটি এফআইআর করা হয়েছে।

আশিসকে প্রায় ১২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানিয়েছে, তার বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি পাওয়া গেছে।

শনিবার রাতে পুলিশ সাংবাদিকদের জানিয়েছে, তদন্তে অসহযোগিতা করছেন আশিস। সে কারণেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। রোববার তাকে আদালতে হাজির করা হবে।

লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের আন্দোলনে গাড়ি চালিয়ে চার কৃষককে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছিল আশিসের বিরুদ্ধে।

শুরু থেকেই সেই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন আশিসের বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র। তিনি বলেছিলেন, ঘটনার সময় লাখিমপুর খেরিতেই ছিলেন না আশিস।

ট্রাম্পকে ক্যাপিটলে দাঙ্গার

তথ্য দিতে হবে: বাইডেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে এ বছরের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটলে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার তদন্তে তথ্য দিয়ে অবশ্যই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সহযোগিতা করতে হবে নির্দেশ দিয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বাইডেন শুক্রবার এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। খবর বিবিসির।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সাবেক প্রেসিডেন্টদের সহযোগী ও প্রশাসন বিষয়ক কিছু তথ্য গোপন রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের বিধান থাকার কারণে ইতোমধ্যে ট্রাম্পের অন্যতম সহযোগী স্টিভ ব্যানন দাঙ্গার তদন্তকারীদের সহযোগিতা করতে গড়িমসি করছেন।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে তলব করেছিলেন তদন্ত কর্মকর্তারা, কিন্তু তাতে সাড়া দেননি তিনি।

এ ঘটনার জেরই বাইডেন প্রশাসন শুক্রবার জানিয়েছে, ক্যাপিটল দাঙ্গা তদন্ত ইস্যুতে ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এই সুবিধা কার্যকর হবে না।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভসে একটি চিঠি গেছে হোয়াইট হাউস থেকে। তাতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কোনো নির্বাহীর ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার চাইতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে পরাজিত ট্রাম্প কখনও নির্বাচনের ফল মেনে নেননি। বরাবরই অভিযোগ করেছেন- নির্বাচনে কারচুপি ঘটেছে। সর্বশেষ নির্বাচন বাতিল ও পুনরায় ভোট গণনার জন্য আদালতের শরণাপন্নও হয়েছিলেন তিনি, যদিও আদালতের রায় তার বিপক্ষে গেছে।

গত ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটলে যখন যুক্তরষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী জো বাইডেনকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অধিবেশন শুরু হয়েছিল, সেসময় সেখানে হামলা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কয়েক শ’ উন্মত্ত সমর্থক। সেই হামলায় পুলিশসহ নিহত হয়েছিলেন অন্তত ১৩ জন।

এ ঘটনার তদন্তে গঠিত কংগ্রেস কমিটি ওই দিনের ঘটনা সম্পর্কিত কিছু রেকর্ড চেয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে।

কমিটির চাওয়া রেকর্ডগুলোর মধ্যে ট্রাম্পের পরিবারের সদস্য, শীর্ষ সহযোগী, তার আইনজীবী ও তার প্রশাসনের সাবেক সদস্যদের তথ্যও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

কিন্তু তদন্ত কমিটিকে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক সুযোগের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন- দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি এসব তথ্য প্রদানে বাধ্য নন।

তদন্তকারী দলের সদস্যরা বলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই তদন্তে সহযোগিতা করতে গড়িমসি করছেন ব্যানন।

এদিকে, আগামী ২০২২ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের নির্বাচন হবে।

ব্যানন হয়তো ভাবছেন- আগামী নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীরা জয়ী হবে। এ কারণেই অসহযোগিতা করছেন তিনি।

তদন্ত দলের সদস্যরা জানিয়েছেন, ক্যাপিটলে দাঙ্গার ঘটনায় ট্রাম্পের সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য ট্রাম্পের চার সহযোগীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাদেরই একজন স্টিভ ব্যানন। বাকি তিন জন হলেন- ট্রাম্পের সাবেক চিফ অব স্টাফ মার্ক মেডোস, ট্রাম্পের সাবেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবস্থাপক ড্যান স্ক্যাভিনো এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী পেন্টাগনের সাবেক চিফ অব স্টাফ ক্যাশ প্যাটেল।

শান্তিতে নোবেল পেলেন দুজন সাংবাদিক

এ বছর যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন সাংবাদিক। তারা হলেন ফিলিপাইনের মারিয়া রেসা ও রাশিয়ার দিমিত্রি মুরাতভ।

সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিকতার প্রভাবকে আপসহীন গভীর মানবিক অন্তর্দৃষ্টিতে তুলে এনেছেন তিনি।

আগামী ১১ অক্টোবর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করবে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি।

প্রসঙ্গত, ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে আলফ্রেড নোবেলের উইলের মাধ্যমে এ পুরস্কারের প্রবর্তন হয়। তার রেখে যাওয়া তিন কোটি সুইডিশ ক্রোনার দিয়েই শুরু হয় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া। পরবর্তীকালে ১৯৬৮ সালে এই তালিকায় যুক্ত হয় অর্থনীতি। তবে পুরস্কার ঘোষণার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন আলফ্রেড নোবেল।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা একটি স্বর্ণপদক এবং ১০ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার (১ কোটি ১৪ লাখ ডলার) অর্থ পেয়ে থাকেন।

আরিয়ানের গ্রেফতার নিয়ে যা বললেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব

এনসিপি নেতা ও মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক বলেছেন, আসলে কোনো মাদকই পাওয়া যায়নি বলিউড অভিনেতা শাখরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানের কাছে!

তিনি বলেন, মহারাষ্ট্র আর মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বদনাম করার জন্যই এসব করছে এনসিবি। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

তার মতে, এসবই ষড়যন্ত্র। তবে মালিকের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি ও এনসিবি।

রীতিমতো তথ্যপ্রমাণ নিয়েই মাঠে নামলেন নবাব মালিক। সংবাদ সম্মেলনে বললেন, আটক হওয়ার পর আরিয়ান খান এবং তার সঙ্গী আরবাজ মার্চেন্টকে যে দুজন ধরে এনেছেন, তারা এনসিবির অফিসার নন। তাদের

একজন বিজেপি কর্মী ও অন্যজন প্রাইভেট গোয়েন্দা।

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, আরিয়ানকে ধরে এনসিবি অফিসে নিয়ে আসছেন কে পি গোসাওয়ি। তিনি আরিয়ানের সঙ্গে সেলফি তুলে ইতোমধ্যে ভাইরাল।

এনসিবি তখনই জানিয়ে দেয়, এই গোসাওয়ি তাদের কর্মী নন। তা হলে কে? নবাব মালিক জানালেন, গোসাওয়ি হলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা। আরবাজকে ধরেছিলেন মনিশ ভানুশালি। তিনি বিজেপি কর্মী।

অন্যদিকে এনসিবি জানিয়েছে, মনিশ ভানুশালি ও গোসাওয়ি প্রমোদতরী তল্লাশি অভিযানের অন্যতম সাক্ষী। মোট ৯ জন সাক্ষী ছিলেন সেখানে।

এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেশ্বর সিং বললেন, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারও সমস্যা থাকলে তিনি আদালতে যেতে পারেন।

মৌমাছির দংশনে মারা গেল বিলুপ্তপ্রায় অর্ধশতাধিক পেঙ্গুইন

দক্ষিণ আফ্রিকার সৈকতে বিলুপ্তপ্রায় ৬০টির বেশি পেঙ্গুইনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, যেগুলোর শরীরে মৌমাছির কামড়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

কেপটাউনের কাছাকাছি দক্ষিণ আফ্রিকার ওই সৈকতে ৬৩টি বিলুপ্তপ্রায় আফ্রিকান পেঙ্গুইনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। খবর বিবিসির।

দেশটির ন্যাশনাল পার্কের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পেঙ্গুইনের ওপর মৌমাছির আক্রমণের বিষয়ে এবারই প্রথম জানা গেল। এই এলাকায় প্রতি বছর অন্তত ৬০ হাজার পর্যটকের ওপর হামলা করে থাকে এসব মৌমাছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল পার্কস এজেন্সির মেরিন বায়োলজিস্ট ড. অ্যালিসন কোক। জানান, সাধারণত পেঙ্গুইন আর মৌমাছি সহাবস্থান

করে থাকে। বিরক্ত না করলে মৌমাছি সাধারণত কাউকে কামড় দেয় না।

আমরা ধারণা করছি, হয়তো এই এলাকায় তাদের কোনো মৌচাকে আঘাতের ঘটনা ঘটেছে। ফলে ঝাঁক বেঁধে মৌমাছিগুলো বেরিয়ে গেছে এবং আগ্রাসী হয়ে পেঙ্গুইনদের কামড়াতে শুরু করে।

ময়নাতদন্তে দেখা গেছে, এসব পেঙ্গুইনের চোখের আশপাশে অনেক কামড়ের দাগ রয়েছে এবং ঘটনাস্থলে মৃত মৌমাছিও পাওয়া গেছে। এটি আসলে বিরল একটি ঘটনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলীয় পাখি সংরক্ষণ ফাউন্ডেশনের পশু চিকিৎসক ডেভিড রবার্টস বলেন, এ রকম ঘটনা আর ঘটবে বলে আমরা মনে করি না, এটি আসলে অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার।

ছোট আকারের জন্য আলাদা পরিচিতি রয়েছে আফ্রিকান পেঙ্গুইনের। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ার উপকূল ও দ্বীপে এগুলো বাস করে। যদিও এ রকম কিছু কিছু পেঙ্গুইন উত্তরের দিকে গ্যাবন পর্যন্তও দেখা গেছে।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ ন্যাচার (আইইউসিএন) জানিয়েছে, এই প্রজাতির পাখির সংখ্যা খুব দ্রুত কমছে। বাণিজ্যিকভাবে মাছ ধরা আর পরিবেশগত অস্থিতিশীলতা এর জন্য দায়ী বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

‘অন্তরীপের মৌমাছি’ নামে পরিচিত এই মৌমাছিগুলোও এখানকার ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের অংশ, যারা বেশ কয়েকটি সংরক্ষিত এলাকাজুড়ে বসবাস করে।

ন্যাশনাল পার্কের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুক্রবার আরেকটি পেঙ্গুইনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল কাছাকাছি স্থানে, যেটির শরীরেও একই রকম মৌমাছির দংশনের চিহ্ন রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]